দেওয়ানী ও ফৌজদারী

রিভিশন বিষয়ক আইন

(LAW ON CIVIL & CRIMINAL REVISION)

(বাংলা ও ইংরেজী ভার্শনসহ বিশ্লেষণ)

বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া

নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

রিভিশন বিষয়ক আইন

১। প্রারম্ভিক ঃ ১১

(ক) উচ্চতর আদালত কর্তৃক নিম্ন আদালতের কাজকর্ম দেখাশোনার ক্ষমতা ১২

(খ) নথি তলব ১২

(গ) সকল ম্যাজিস্ট্রেট দায়রা জজের অধিনস্ত ১২

(ঘ) রিভিশন দরখাস্ত এক আদালতে করলে অন্য আদালতে করা যায় না ১২

(ঙ) পুনঃ তদন্ত ১৩

(চ) প্রতিবেদন হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ ১৩

(ছ) মামলা অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট বদলী ১৩

(জ) রিভিশন ও রেফারেন্সের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট ডিভিশনের ক্ষমতা ১৪

(ঝ) দায়রা জজের রিভিশন ক্ষমতা ১৫

(ঞ) রিভিশন মামলায় পক্ষগণের বক্তব্য শ্রবণ আদালতের ইচ্ছাধীন ১৫

২। ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৫ ধারা হতে ৪৪২-ক ধারাসমূহ ঃ ১৫

ধারা-৪৩৫। নিম্ন আদালতগুলোর নথি তলব করার ক্ষমতা ১৬

ধারা-৪৩৬। ইনকোয়ারির আদেশ দেয়ার ক্ষমতা ২৯

ধারা-৪৩৮। হাইকোর্ট বিভাগে রিপোর্ট প্রদান ৩৩

ধারা-৪৩৯। হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশনের ক্ষমতা ৫৩

ধারা-৪৩৯-ক। দায়রা জজের রিভিশন ক্ষমতা ৬৩

ধারা-৪৪০। পক্ষসমূহের বক্তব্য শ্রবণ আদালতের ইচ্ছাধীন ৭২

ধারা-৪৪২। হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ নিম্ন আদালতে অথবা, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রত্যয়ন করতে হবে ৭২

ধারা-৪৪২-ক। আপীল ও রিভিশন নিষ্পত্তির সময় ৭৩

১। ফৌজদারী মোশনের দরখস্তের নমুনা ৭৩

২। ফৌজদারী মোশনের রায়ের নমুনা ৭৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

Law on Revision

1. Introduction ৮৪
2. Sections 435 to 442-A of Criminal Procedure Code ৮৫
   - Section 435. Power to call for records of inferior Courts ৮৬
   - Section-436 : Power to Order inquiry ১১৫
   - Section-438. Report to High Court Division ১৪০
   - Section-439. High Court Division's powers of revision ১৫৭
   - Section-439A. Sessions Judge powers of revision ২৫৮
   - Section-440. Optional with Court to hear parties ৩০৪
   - Section-442. High Court Division's order to be certified to lower Court or Magistrate ৩০৭
   - Section-442A. Time for disposal of appeal & Revision. ৩০৭
3. Model petition and Judgement of Revision ৩০৮-৩১৫

তৃতীয় অধ্যায়

দেওয়ানী রিভিশন

১। প্রারম্ভিক ৩১৬

২। দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ১১৫ ধারা ৩১৬

ধারা-১১৫। পুনরীক্ষণ (Revision) ৩১৬-৩২৫

চতুর্থ অধ্যায়

Civil Revision

1. Introduction ৩২৭
2. Section 115 of Civil Procedure Code ৩২৭

   115. Revision ৩২৭-৩৬৭

প্রথম অধ্যায়

রিভিশন বিষয়ক আইন

১। প্রারম্ভিক ঃ

ঊর্ধ্বতন বিচারকদের নিম্ন আদালতের বিচারকদের কাজ-কর্ম তদারক করার ক্ষমতা রয়েছে। এ তদারকির আইনগত নাম রিভিশন। নিম্ন আদালতের বিচারকগণ বিচারকালে ভুল করতে পারেন, সে ভুলের সংশোধনের জন্য রিভিশন ব্যবস্থার বিধান করা হয়েছে।

হাইকোর্ট বিভাগ, দায়রা জজ, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের আপন আপন এলাকায় ম্যাজিস্ট্রেটদের আদেশ বা কার্যপদ্ধতি আইনানুগ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য নথি তলব করতে পারেন।

ঊর্ধ্বতন আদালত নথি পরীক্ষার পর যদি দেখেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট মামলা খারিজ করেছেন এবং উক্ত খারিজের ব্যাপারে আরও ইনকোয়্যারি হওয়া প্রয়োজন, তবে ঊর্ধ্বতন আদালত আরও ইনকোয়্যারির আদেশ দিতে পারেন।

হাইকোর্ট ডিভিশন বা দায়রা জজ যদি ম্যাজিস্ট্রেটদের আদেশে কোন ভুল বা অসংগতি দেখতে পান তবে উহা সংশোধনের আদেশ দিতে পারেন।

কিছু ক্ষেত্রে পরাজিত পক্ষের আপীলের অধিকার একেবারেই নেই, কিংবা থাকলেও অতি সংকীর্ণ। যে সকল মামলায় আপীলের অধিকার নেই, সে সকল মামলায় কোন ব্যক্তি গুরুতরভাবে সংক্ষুব্ধ হলে, রিভিশন আকারে প্রতিকার পেতে পারে।

হাইকোর্ট বিভাগ বা দায়রা জজ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের যে কোন মামলার নথি তলব করে এনে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, ঐ মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট যে আদেশ দিয়েছেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বা দণ্ড প্রদান করেছেন তা শুদ্ধ, সংগত বা আইনানুগ হয়েছে কিনা। পরীক্ষা করে যদি দেখতে পান যে, ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অশুদ্ধ, অসংগত বা আইনানুগ হয়নি তবে উহা শুদ্ধ, সংগত বা আইনানুগ করে দিতে পারেন।

হাইকোর্ট বিভাগ বা দায়রা জজ নিজেদের উদ্যোগে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট হতে নথি তলব করে যথাযথ আদেশ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে যেহেতু হাইকোর্ট বিভাগ বা দায়রা জজের ক্ষমতা অতি ব্যাপক, তাই এ ক্ষমতা অতি সাবধানতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত।

এ শ্রেণীর মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ বা দায়রা জজ আদালতে কোন ব্যক্তি বা এ্যাডভোকেট বক্তব্য পেশ করার অধিকার রাখেন না। তবে আদালত মনে করলে কোন পক্ষকে বা তার এ্যাডভোকেটকে তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য আহ্বান করতে পারেন।

(ক) উচ্চতর আদালত কর্তৃক নিম্ন আদালতের কাজকর্ম দেখাশোনার ক্ষমতা ঃ আইন উচ্চতর আদালতসমূহকে নিম্ন আদালত বা অধস্তন আদালতের কর্মকাণ্ড দেখাশোনা করার ক্ষমতা দিয়েছে। হাইকোর্ট ডিভিশন, দায়রা জজ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উহাদের অধিক্ষেত্রাধীন নিম্ন আদালতসমূহ পরিদর্শন করতে পারেন। প্রশাসনিক তদারকী ছাড়াও ফৌজদারী কার্যবিধিতে হাইকোর্ট ডিভিশন, দায়রা জজ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটকে অধস্তন আদালতের সিদ্ধান্ত, দণ্ড অথবা আদেশের শুদ্ধতার বৈধতা ও যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিম্ন আদালতের নথি তলবপূর্বক পরীক্ষা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নথি পরীক্ষার পর দায়রা জজ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পরবর্তী নির্দেশের জন্য নথি হাইকোর্ট ডিভিশনে প্রেরণ করতে পারেন।

নিম্ন আদালতের নথি তলবপূর্বক পরীক্ষা করে আইনানুগ নির্দেশ প্রদানের প্রক্রিয়াকে রিভিশন বলে এবং নির্দেশের জন্য নথি হাইকোর্ট ডিভিশনে প্রেরণকে রেফারেন্স বলে।

(খ) নথি তলব ঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৫ ধারার বিধান মতে, হাইকোর্ট ডিভিশন, দায়রা জজ, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকার কর্তৃক এ উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত থানা ম্যাজিস্ট্রেট স্থানীয় অধিক্ষেত্রাধীন নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত, দণ্ড বা আদেশের আইনগত বিশুদ্ধতা, বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে পরিতুষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে নিম্ন আদালতের যে কোন মামলার নথি তলব করে পরীক্ষা করতে পারেন এবং নথি তলবকালে নথি পরীক্ষা না করা পর্যন্ত দণ্ডের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার এবং আসামী হাজতে থাকলে তাকে জামিনে অথবা নিজ মুচলেকায় মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দিতে পারেন।

(গ) সকল ম্যাজিস্ট্রেট দায়রা জজের অধিনস্ত ঃ এক্ষেত্রে আদি বা আপীল এখতিয়ারসম্পন্ন সকল ম্যাজিস্ট্রেট দায়রা জজের অধস্তন বলে বিবেচিত হবেন।

(ঘ) রিভিশন দরখাস্ত এক আদালতে করলে অন্য আদালতে করা যায় না ঃ এ ধারার বিধান মতে, দায়রা জজ অথবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের যে কোন একটিতে আবেদন করা হলে, অন্য কোন আদালত একই বিষয়ে আর কোন আবেদন গ্রহণ করবেন না।

(ঙ) পুনঃ তদন্ত ঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৬ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাইকোর্ট ডিভিশন বা দায়রা জজ ৪৩৫ ধারার অধীনে অথবা অন্য কোনভাবে কোন নথি পরীক্ষাপূর্বক চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নিজে বা অধস্তন কোন ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়ে আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন—

১। ফৌজদারী কার্যবিধির ২০৩ বা ২০৪ (৩) ধারায় খারিজকৃত অভিযোগ সম্পর্কে, এবং

২। কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অব্যাহতি সম্পর্কে।

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে তদন্তের নির্দেশ দেয়া হলে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজে এ তদন্ত করতে পারবেন অথবা তার অধস্তন কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে তদন্ত করার নির্দেশ দিতে পারবেন।

তবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দেয়া যাবে না।

(চ) প্রতিবেদন হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ ঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৮ ধারায় বলা হয়েছে যে, দায়রা জজ, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৫ ধারার অধীনে বা অন্য কোনভাবে কোন মামলার নথি পরীক্ষাপূর্বক যদি যথাযথ বলে মনে করেন, তা হলে উক্তরূপ পরীক্ষার ফলাফল সম্বলিত প্রতিবেদন আদেশের জন্য হাইকোর্ট ডিভিশনে প্রেরণ করতে পারবেন। উক্ত প্রতিবেদনে দণ্ড বাতিল বা পরিবর্তনের সুপারিশ থাকলে উক্ত প্রতিবেদনকারী আদালত দণ্ড কার্যকরকরণ স্থগিত রাখার আদেশ দিতে পারবেন এবং আসামী আটক থাকলে তাকে জামিনে বা নিজ মুচলেকায় মুক্তি দেয়ার আদেশ দিতে পারবেন।

(ছ) মামলা অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট বদলী ঃ দায়রা জজ সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা যে সকল মামলা অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট বদলী করবেন সে সকল মামলার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়রা জজ ফৌজদারী কার্যবিধির ৩২ অধ্যায়ে বর্ণিত দায়রা জজের সকল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন এবং প্রয়োগ করতে পারবেন।